Matir Kachakachi – Galpo – Interview – Alapcharita – Maurf Hoshen

মাটির কাছাকাছি - আলাপচারিতা - মারুফ হোসেন

জীবনানন্দ - পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিনয় মজুমদার গত ১১ সেপ্টেম্বের ১৯৯ তাঁর ঠাকুরনগরের বাড়িতে অসুস্থ শরীরে মেতে ওঠেন সাহিত্য আড্ড ায়। তার কিছু অংশ।

পত্রিকা বিনয় মজুমদার নাম এলেই কবিতা ও গণিত এসে পড়ে। গণিত না কবিতা কার সঙ্গে এখন আপনি সময় কাটান।

বিনয় না আমি এখন কিছুই করি না। লেখা একদম বন্ধ করে দিয়েছি। অন্তত ছমাস হল লেখা বন্ধ করে দিয়েছি, কেউ যদি চিঠি লেখে চিঠির জবাব পর্যন্ত দিই না। পেন হাতে তুলি না।

পত্রিকা কেমন লাগছে পেন-না-ধরা এই জীবন?

বিনয় এখন ভালোই লাগে। এখন শুধু ভাবি অন্যান্য বন্ধুদের কথা। এখনও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছে, শরৎ মুখোপাধ্যায় লিখছে,সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত লিখছে, এরা সবাই লিখছে। শক্তি তো মরেই গেল।

পত্রিকা কবিতা লেখা হঠাৎ ছেড়ে দিলেন কেন?

বিনয় বহু লিখেছি। ক্লান্ত বোধ করি এখন ৫২ বছর ধরে লিখেছি।

পত্রিকা আপনি তো ছবিও এঁকেছেন? সেগুলি এখন আপনার কাছে আছে?

বিনয় আমি ছবি এঁকেছি স্কুলে পড়ার সময়। কলেজে পড়ার সময়। সে ছবির একটাও এখন আমার কাছে নেই।

পত্রিকা আপনি গল্পও লিখেছেন। তো হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে গল্প লিখতে এলেন কেন?

বিনয় গল্প লেখার ইচ্ছে হয়নি।, বাবা -মা যখন মারা গেল তখন আমি ঠাকুরনগর। বাজারে গিয়ে দর্জির দোকানদার, কাপড়ের দোকানদার, মিষ্টির দোকানদার এদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম। তখন এদের সঙ্গে মুখোমুখি যে আলোচনা হত সেই কথাবার্তাগুলোই আমি গল্পকারে লিখে ফেলি। এইখানে বসে। শিমুলপুরেই। বিনোদিনী কুঠিতে। আর এই কথাবার্তাগুলো গল্পাকারে লিখতে আমার ইচ্ছে হল কেন শুনবে? কমল চক্রবর্তী নামে একজন 'কৌরব' পত্রিকার সম্পাদক জামসেদপুরে থাকে ওর কাছে থেকে একখানা চিঠি পেলাম। চিঠিতে লিখেছি কবিদিগের লেখা একখানি গল্পের সংকলন আমরা বের করতে চাই। আপনি গল্প লিখে পাঠান। আমি জবাব দিলাম, না মশাই। আমি জীবনে গল্প লিখিনি। আমার দ্বারা গল্প লেখা সম্ভব নয়। তা না শুনে ওরা আবার চিঠি লিখল যে আপনাকে লিখতেই হবে। অনেক কবি রাজি হয়েছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় রাজি হয়েছে, শরৎ মুখোপাধ্যায় রাজি হয়েছে, শঙ্খ ঘোষ রাজি হয়েছেন। তখন আমি কি করি। সকালবেলা একদিন প্রাতঃরাশ খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসেদেখি বারোটার সময়। সকালে বের হওয়া থেকে শুরু করে বারোটা পর্যন্ত যা যা আমি করেছি তাই তাই আমি লিখলাম। এই বারান্দায় বসে। সেইটাকে গল্পকারে পাঠিয়ে দিলাম। সেইটে ওরা ছাপল। সেটি আমার প্রথম গল্প। তারপর সেটি যখন ছাপা হল কৌরবে, তখন ভাবলাম আরো কিছু গল্প লেখা যাক। মুখে মুখে যে কথাবার্তা হত সেগুলি লিখে ফেলার জন্যে গল্পগুলি নাটিকার মতো হয়ে গেছে। ছোট ছোট।

পত্রিকা রবীন্দ্রনাথ না জীবনানন্দ কে আপনাকে বেশি দোলা দেয়?

বিনয় (মিনিট খানেক ভেবে) দুজনেই আমাকে দেলা দেয়। তবে রবীন্দ্রমাথের কবিতা বিশেষ মনে নেই। রবীন্দ্রনাথের গান বেশি দোলা দেয় আর জীবনানন্দের কবিতা।

পত্রিকা আপনার সমসাময়িক কবিদের কবিতা আপনার কেমন লাগে?

বিনয় এদের কবিতা আমার খুব বেশি ভালো লাগে বলি না। উৎপলকুমার বসুর কবিতা ভালো লাগত। 'গোলাপ তোমাকে ঈর্ষা করি/ কত না সহজে তুমি তার মত্ত কেশে ঢুকে যাও।' -উৎপল বসুর এটুকু কবিতাই মনে আছে। অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা একথাও মনে নেই। শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরর কবিতা মনে আছে দুটো। একটা হচ্ছে 'বৃষ্টি নেই হাওয়া নেই পৃথিবী আপাতত নীরব' এটা আমার পুরো মুখস্থ আছে আর মনে আছে 'অবনী বাড়ি আছো'। এটাও আমার পুরো মুখস্থ আছে। দীপক মজুমদার ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কৃত্তিবাস পত্রিকা সম্পাদনা করত। দীপকের কবিতা মনে আছে 'নেই কিছু নেই প্রসূতিসদনে গ্রন্থাগারে/ নেই কিছু নেই থাকার ছলনা সিন্ধুপারে'। সুনীলের কবিতা একলাইন মনে আছে।' রোজ ভোর বেলা উঠি/ কিনা উঠি খাই দুইখানা স্যাঁকা পাউরুটি'।

পত্রিকা বাংলা কবিতা সমালোচকরা বলে জীবনানন্দের তিন শিষ্য বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আপনি কী মনে করেন?

বিনয় আমি এই কথাটা তোমার কাছ থেকে প্রথম শুনলাম। জীবনানন্দের তিন শিষ্য আমি আগে কখনো শুনিনি। তবে আমি শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অধ্যাপক পড়ান তখন বলেন যে জীবনানন্দ থেকে দুইজন জন্মেছে বিনয় মজুমদার ও শক্তিচট্টোপাধ্যায়। কিন্তুতুমি যে বললে জীবনানন্দের তিন ছেলে আমি তোমার কাছে এই প্রথম শুনলাম। উৎপলকুমার বসুও জীবনানন্দের শিষ্য হতে পারেন, কথাটা ভুল নয়। ফলে তোমার কথাটা ভুল নয়। তবে জীবনানন্দের শিষ্য হওয়াটা সহজ ব্যাপার নয়। কঠিন কাজ।

পত্রিকা জীবনানন্দ পরবর্তী কবি আপনারা। তো আপনারা বাংলা কবিতা কতদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন বলে মনে করেন?

বিনয় যখন আমরা কবিতা লেখা শুরু করলাম। প্রথম বই যখন বের হল, দ্বিতীয় বই যখন বের হল, তৃতীয় বই যখন বের হল, তখন পশ্চি মবঙ্গের কবিদিগের সমিতি বলে একটি সমিতি খুললো শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা'। তাতে গুণে গুণে সারা পশ্চি মবঙ্গে শ'দেড়েক কবি পাওয়া গেল। তাদের নাম ঠিকানা নিয়ে একটা কবি সমিতি করা হল। পরে পঞ্চ াশের কবিরা আমি, সুনীল, শক্তি, দীপক, উৎপল, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় চেষ্টা করে করে... এখন অন্তত দশহাজার কবি তো আছেন পশ্চি মবঙ্গে। আমরা এই দশ হাজার কবি সৃষ্টি করেছি। সবাইকে জোর করে ধরে কবিতা লিখিয়ে লিখিয়ে। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই বলেছি কবিতা লেখা। আমরা ছাপিয়ে দিচ্ছি। কৃত্তিবাসে ছাপিয়ে দিচ্ছি, বক্তব্যে ছাপিয়ে দিচ্ছি, অগ্রণীতে ছাপিয়ে দিচ্ছি, চতুরঙ্গে ছাপিয়ে দিচ্ছি, পরিচয়ে ছাপিয়ে দিচ্ছি। এরকম বলতে বলতে এখন অনন্ত দশ হাজার কবি। এটা আমাদের পঞ্চ াশের কবিদিগের চেষ্টার ফল।

পত্রিকা বাংলা কবিতা নিয়ে এখন মাঝে মাঝে সেমিনার হয়, ওয়ার্কশপ হয়। এগুলি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কতদূর প্রয়োজন বলে মনে করেন?

বিনয় আমি কখনও কোন ওয়ার্কশপে যাইনি, কোনও সেমিনারেও যাইনি, সুতরাং আমার ধারণাও নেই কী কাণ্ড ঘটে ওখানে।

পত্রিকা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বাংলা কবিতায় হিন্দি ও ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে অথিক মাত্রায়। এতে কি বাংলা কবিতা নিজস্বতা হারাচ্ছে?

বিনয় আমি কখনো সজ্ঞানে চেয়ার টেবিল বা রেল গাড়ির রেলের মতো ইংরেজি শব্দ ছাড়া অন্যরকম ইংরেজি শব্দ কবিতায় ব্যবহার করিনি। শক্তিও ব্যবহার করেনি। এমন কি পঞ্চ াশ বা ষাটের কবিরাও ব্যবহার তেমন করেনি। সত্তরের কবিরা বিশেষ করে এর ব্যবহার শুরু করে। আর ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে বাংলা কবিতা নিজস্বতা হারাবে কেন?

পত্রিকা সাধারণ পাঠক অভিযোগ করেন কবিতা আগের থেকে অনেক জটিল হয়েছে। এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?

বিনয় জীবন যখন জটিল, অভিজ্ঞতা যখন জটিল কবিতা তখন জটিল হবে না তা তো হতে পারে না। কবিতা তো জটিল হবেই।

পত্রিকা আপনার মতে বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ কবিতা কোন্‌টি?

বিনয় জীবনানন্দের 'সমারূঢ়' অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। --'বরং নিজেই তুমি লেখনাকো একটি কবিতা'/ বলিলাম ম্লান হেসে;ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর;/ বুঝিলাম সে তো কবি নয় - সে যে আরুঢ় ভনিতা;/ পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের' পর / ব'সে আছে সিংহাসনে - কবি নয় - অজর, অক্ষর/ অধ্যাপপক;দাঁত নেই - চোখে তার অক্ষম পিচুটি;/ বেতন হাজার টাকা মাসে - আর হাজার দেড়েক/ পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;/ যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক/ চেয়েছিলো - হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি।*

পত্রিকা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আপনার কবিতা আলোচিত হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে। তা আপনার কবিতার মধ্যে এমন কী আছে বলে আপনি মনে করেন যা আপনার কবিতাকে চল্লিশ বছর বাঁচিয়ে রেখেছে?

বিনয় কবিতা বলতে আমার একখানিই কবিতার বই আছে। 'ফিরে এসো, চাকা'। ওই একখানিই আমার কবিতার বই। ওই বইখানি বেরুবার পর আর আমাকে লিখতেই দেয়নি। এরপরের বই 'ঈশ্বরীর' বইখানি দেখবে একখানিও কবিতা হয়নি। সব পয়মাল হয়ে গেছে। সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

পত্রিকা তার মনে আপনি বলতে চাইছেন 'ফিরে এসো, চাকা'র পর আপনি কোনও যথার্থ কবিতা লেখেননি?

বিনয় কবিতা লিখেছি হাজার হাজার কিন্তু একটাও আমার মনের মতো হয়নি। সব হাঙরেরা ভণ্ডুল করে দিয়েছে।

পত্রিকা হাঙর মানে-

বিনয় হাঙর মানে মনস্তত্ত্ববিদগণ, হাঙর মানে ডাক্তারগণ, হাঙর মানে পুলিশগণ, হাঙর মানে মন্ত্রিগণ, হাঙর মানে পুরোহিতগণ। এই হাঙরদের পাল্লায় পড়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়। বহু কবি মারা গিয়েছেন, এদের দুর্ব্যবহারের জন্য। ভেবে দেখ আমরা পাঁচ দশকে যারা কবিতা লিখতাম তাদের মধ্যে বর্তমান কজন টিকে আছি? জনা দশেক। তাও নয়। হাঙরেরা দিয়েছে বাকিগুলিকে শেষ করে। ফলে ভয়ে ভয়ে লেখা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন একটু জ্বালাতন কম আছে। তবে মরে গেলেই মুক্তি পাব।

'আমার মুক্তির আলোয় আলোয় এই আকাশ/ আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে'।

পত্রিকা 'ফিরে এসো চাকা' সম্পর্কে কিছু শুনতে চাই-

বিনয় 'ফিরে এসো, ফিরে এস চাকা' - আমি কাব্যখানিকেই সম্বোধন করে বলেছি ফিরে এসো। ফিরে এসো রথ হয়ে চিরন্তন কাব্য হয়ে। অনেকে বলেন মহিলাকে নিয়ে লেখা। এটাও মিথ্যা নয়, বাজে কথা নয়। প্রথমে গায়ত্রীকে নিয়েই লেখা পুরো বই, ৭৭ টি কবিতা।আবার আমাকে নিয়ে লেখা। কাব্য নিয়ে লেখা। পাঠকের জীবন নিয়ে লেখা। ১৯৫৭ সালে আমি ছাত্রাবস্থায় কিছু যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলাম। সেই সময় আমার সহপাঠী ও শিক্ষকেরা যে ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে! তারপর চাকরি করলাম সেখানেও সহকর্মীরা আমার সঙ্গে যা ব্যবহার করলেন তাতে চাকরি ছেড়ে দিলাম। তখন মনে হল জীবনে একবার মাছের তো শ্বাস নিতে জলের উপর উঠেছিলাম ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং - এ রেকর্ডস মার্কস পেয়ে।

পত্রিকা গায়ত্রী চক্রবর্তী সম্পর্কে কিছু শুনতে চাই।

বিনয় যিনি আমার গুরুদেব ছিলেন বাংলা ভাষা পড়াতেন আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সেই জনার্দন চক্রবর্তীর মেয়ে হল গায়ত্রী চক্রবর্তী। ইডেন হিন্দু হোস্টেলের সুপারিটেন্ডেন্টও ছিলেন। আমি ওই হোস্টেলে থেকেছি দুই বছর। গায়ত্রীর বয়স তখন কত হবে?১০-১১-১২ বছর। আমার তখন হবে ধরো ১৬-১৭-১৮ বছর। তখন আমি ওকে দেখেছি। এরপর তো হোস্টেল থেকে চলে গেলাম। বি. ই. ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লাম। চাকরি করলাম। চাকরি করার পর বেকার বসে বসে কবিতা লিখলাম। তখন গায়ত্রী বি. এ. পাশ করেছে। ফাস্ট ক্লাস ফার্স্ট। ফের দেখলাম। তখন লিখলাম ৭৭টি কবিতা। 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাগুলি। ওগুলি গায়ত্রীকে নিয়ে লেখা, আমাকে নিয়ে লেখা, শিশিরকুমার দাসকে নিয়ে লেখা, কেতকী কুশারীকে নিয়ে লেখা।

পত্রিকা ষাট - সত্তরের উত্তাল সময়। খাদ্য আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন নকশাল আন্দোলন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সময়কে নিয়ে কবিতা লিখে চলেছেন একের পর এক। সহযাত্রী মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সমীর রায় প্রমুখ। আর আপনি ১৯৬৬ সালে লিখলেন 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা'। প্রকাশ ১৯৭৪ -এ। এটা কি সময় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়?

বিনয় আমি লিখেছি আমাকে নিয়ে, আমি অন্য কাউকে নিয়ে কবিতা লিখিনি। সবই আমার দিনপঞ্জি। -দিনপঞ্জি লিখে লিখে এতোটা বয়স হল/ দিনপঞ্জি মানুষের মনের নিকটতম লেখা। 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা' হল আমার একাকিত্ব নিয়ে।

পত্রিকা ওই সময় আপনার জীবনে কোন প্রভাব ফেলেনি?

বিনয় না। একদম না আমি তখন থাকতাম কলকাতা - ২৮ মানে দমদম ক্যান্টনমেন্ট -এ দিদির বাড়ি। আসলে পঞ্চাশের কবিরা প্রায় সবাই আত্মজীবনীমূলক কবিতা লিখেছে। শুধুমাত্র নিজেদের নিয়ে লেখা। এটা একটা ট্রেণ্ড বলা যেতে পারে কেননা এর আগে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। জীবনানন্দ লিখেছেন, নজরুল লিখেছেন। পঞ্চাশের পরেও বিভিন্ন কবিরা লিখেছেন। কিন্তুপঞ্চাশের প্রায় সবাই নিজেদের নিয়ে লিখেছে।

পত্রকা এর কারণ কী বলে মনে করেন আপনি?

বিনয় তার কারণ আমার কি! তখন সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কবি বলতে আমাদের কবিতায় আনন্দের কথা ছিল। স্ফূর্তিও ছিল প্রচুর।

পত্রিকা হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে কিছু শুনতে চাই।

বিনয় শক্তি চট্টোপাধ্যায় ফিরে এসো চাকার সমালোচনা করতে গিয়ে সম্প্রতি পত্রিকায় (সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়, ২৪নং কিষেনলাল বর্মন রোড, সালকিয়া, হাওড়া প্রথম লিখত 'খুতকাতর সম্প্রদায়'। বলল আমি নাকি হাংরি জেনারেশনের বুলেটিন। সেই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিকথাটিই ছিল আমার। 'খেতে দেবে অন্ধকারে সকলের এই অভিলাষ' আমার পরে শক্তি কবি। তারপরে মলয় রায়চৌধুরী প্রমুখের কবিতা। এরপর আমি শক্তিকে লিখলাম 'না আমি প্রতিষ্ঠাতা নই। হাংরি জেনারেশন যখন শুরু হয, যখন পত্রিকা বেরোয় তখন আমি দূর্গাপুরে চাকরি করি। ফলে আমার পক্ষে কোন আন্দোলন শুরু করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমি নই শক্তি চট্টোপাধ্যায় হল হাংরি জেনারেশনের প্রতিষ্ঠাতা। পরে শক্তি হাংরি থেকে বিচ্যুত হল, আমিও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। ফলে মলয় রায়চৌধুরী হাংরি প্রতিষ্ঠা করেছে বলে দাবি করে। কথাটা মোটামুটি সত্য কথাই। শেষ পর্যন্ত ওই যখন হাংরি জেনারেশন চালাচ্ছে তখন ওকেই প্রতিষ্ঠাতা বলা কর্তব্য বলে আমার মনে হয়। এটা উচিত। 'হাংরি সাক্ষাৎকারমালা' নামে একটা বই প্রকাশ করেছে। মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে বিভিন্ন লোকের সাক্ষাৎকার। ওতে আমাকে বা শক্তিকে হাংরির প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়নি। নিজেকেই প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবি করেছে। এটাই উচিত কাজ হয়েছে।

পত্রিকা আপনার গদ্য আপনার কবিতার মতই ভেতরে ভেতরে কথা বলে অনেকটাই জীবনানন্দের মতো। কবিতা ও গদ্যের দ্বন্দ্ব আপনি কি এভাবেই ভেঙে দিতে চান?

বিনয় কবিতা লেখার অনেক আগেই আমি গদ্য লিখেছি। প্রচুর। সেগুলি অবশ্য রুশ থেকে অনুবাদ। তারপরে আমার কবিতার বইবেরিয়েছে। এরপর যা গদ্য লিখেছি তার সবই কাব্য বিষয়ক। এরপর আমি গদ্য লিখতামই না। এটা আবার শুরু অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর জন্য। ওঁর কবিতা - পরিচয় পত্রিকায় লেখা দিতে হবে বলে আমায় লিখতে হল। তারপর আমি যা গদ্য লিখেছি তার সবই অর্ডারি সম্পাদকের চাপে লেখা। তবে সেসব গদ্য জীবনানন্দের মতো হয়েছে কিনা সেটা আমি জানি না। জীবনানন্দের গদ্য আমি বিশেষ পড়িনি। তবু মনে হয় জীবনানন্দের গদ্য যতটা কঠিন ও অস্পষ্ট আমার গদ্য ততটা নয়। আমার গদ্য সহজ-সরল, মানে বুঝতে মোটেই কষ্ট করতে হয় না। জীবনানন্দের মতো গদ্য আমি লিখিনি। আমার গদ্যে আমি অতি সহজ - সরলভাবে পাঠককে বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

Matir Kachakachi – Kabi Binay Majumdarer Rachanabali

মাটির কাছাকাছি - কবি বিনয় মজুমদারের রচনাবলী

কাব্যগ্রন্থ

১৯৫৮ 'নক্ষত্রের আলোয়'
১৯৬০ 'গায়ত্রীকে',
১৯৬২ 'ফিরে এসো চাকা',
১৯৬৪ 'আমার ঈশ্বরীকে' ('ফিরে এসো চাকা'-র তৃতীয় সংস্করণ),
১৯৬৫ 'ঈশ্বরীয় কবিতাবলী' (স্বতন্ত্র কাব্য নয়, পূর্ববর্তী কাব্যগুলির কিছু কবিতা এবং পরবর্তী 'অধিকন্তু'র ১০টি কবিতার সংকলন)
১৯৬৭ 'অধিকন্তু',
১৯৭৪ 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা',
১৯৭৬ 'বাল্মীকির কবিতা',
১৯৮১ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা',
১৯৮৪ 'আমাদের বাগানে',
১৯৮৪ 'আমি এই সভায়',
১৯৮৮ 'এক পংক্তির কবিতা',
১৯৯৩ 'কাব্যসমগ্র, প্রথম খণ্ড',

২০০৬ ‘একা একা কথা বলি’,
‘হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ’...
প্রবন্ধ ‘ঈশ্বরীয় স্বরচিত নিবন্ধ’, ‘আমার ছন্দ’, ‘আত্মপরিচয়’।
রুশ ভাষা থেকে অনুদিত গ্রন্থ ‘অতীতের পৃথিবী’, ‘মানুষ কী করে গুণতে শিখল’ ‘সেকালের বখারায়’, ‘বায়ুমণ্ডল’, ‘সূর্যগ্রহণ’।
ইংরিজি ভাষা থেকে অনুদিত গ্রন্থ ‘আপেক্ষিকতার তত্ত্ব’।
অপ্রকাশিত গণিত গ্রন্থ ‘Geometrical Analysis and Unital Anal exact exposition on the subject matter). ছটাইপ্‌ড্‌কপি সংরক্ষিত কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে।)
তালিকা অসম্পূর্ণ।
আরও অসংখ্য রচনা ছড়িয়ে ছিটেয়ে আছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, লিটিল ম্যাগাজিনে এবং পাণ্ডুলিপি আকারে।

Matir Kachakachi – Kabi Binay Majumder : Kichu Tatya (Sankalon : Matir Kachakachi’)

মাটির কাছাকাছি - কবি বিনয় মজুমদার কিছু তথ্য (সংকলন ‘মাটির কাছাকাছি’)

জন্ম ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪, ব্রহ্মদেশের (আধুনা মায়ানমার) মান্দালয় প্রদেশের থোডো শহর।
বাবা বিপিনবিহারী মজুমদার।
মা বিনোদিনী মজুমদার।
বর্মায় বাস ৮ বছর বয়স পর্যন্ত।
ভারতে আগমন ১৯৪২।
পূর্ববঙ্গে বসবাস ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, ফরিদপুর জেলার তারাইল গ্রামে পৈত্রিক বাড়িতে।
প্রাথমিক শিক্ষালাভ বৌলতলি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, ফরিদপুর।
দেশভাগের পর স্থান - পরিবর্তন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ঠাকুরনগর রেলস্টেশনের পাশা শিমূলপুর গ্রামে বিপিনবিহারীর বসতবাটি - স্থাপন।
স্কুল ফাইনাল মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন, কলকাতা ।
আই. এস. সি. প্রেসিডেন্সি কলেজ।
বি. ই. শিবপুর বি.ই কলেজ, ১৯৫৭, বিষয় মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশেষ বিষয় প্রোডাক্‌শন ইঞ্জিনিয়ারিং।
রুশ ভাষা শিক্ষা ১৯৫৩ - ১৯৫৭, শিক্ষিকা ওলগা গুসেফার।
কলকাতায় কবিতাচর্চার কেন্দ্র কফিহাউস, ১৯৫৩-১৯৬৮।
কর্মজীবন (বিচ্ছিন্ন এবং সাময়িক) অল ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ, ইণ্ডিয়ান স্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট, ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর আয়রণ এ্যাণ্ড স্টিল প্ল্যান্ট, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডর্ড পত্রিকা, দৈনিক জনসেবক পত্রিকা ইত্যাদি।
প্রতিষ্ঠাতা ছাত্র ইউনিয়ন, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।
অগ্রজ এবং বন্ধুস্থানীয় ও কবিবর্গ, যাঁদের সান্নিধ্যে কবি এসেছেন সত্যেন বসু, বিষ্ণু দে, বিমল ঘোষ, সমর সেন, অমিয় দেব, সুনীলগঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দত্ত, উৎপলকুমার বসু, ঋত্বিক ঘটক, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মৃদল দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ।
শিমুলপুর প্রত্যাবর্তন ২৭ - ২৮ বছর বয়সে, চাকরি না করে সুধুই কবিতা লেখার সংকলন নিয়ে।
ব্যক্তিগত জীবন অবিবাহিত, নিঃসঙ্গ। একজন প্রতিবেশিনী এসে রান্না করে দিয়ে যেতেন। মানসিক ব্যাধি আচ্ছন্ন প্রায়ই। গোবরা মেন্টাল হস্‌পিটা, পি. জি. কলেজ এ্যাণ্ড হস্‌পিটাল, মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল, বনগাঁ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন নানা সময়ে। ১৯৬২ - ৬৩ সালে অসুস্থ অবস্থায় কফিহাউসের বেয়ারাকে আগাত করার জন্য ২০ দিনের হাজতবাস। ১৯৬৭ সালে বিনা পাস্‌পোর্টে বাংলাদেশে গিয়ে স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে ধরা দেন এবং ছয়মাসের জেলহাজত হয়।’ ০৭-এর দশকে মানসিক ব্যাধির প্রবল প্রকাশ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ একা বাস করেছেন শিমূলপুরের বিশাল বাগানঘেরা বাড়িতে।
কবির প্রিয় লেখক রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, পুশকিন, লেরমন্তভ, চেখভ।
কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ ‘নক্ষত্রের আলোয়’, ‘গায়ত্রীকে’, ‘ফিরে এসো চাকা’, ‘ঈশ্বরীর’, ‘অধিকান্ত’, ‘আমার ঈশ্বরীকে’, ‘অঘ্রাণের অনুভতিমালা’, ‘বাল্মীকির কবিতা, ‘ঈশ্বরীর কবিতাবলী’, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ‘আমাদের বাগানে’, ‘এক পঙ্‌ক্তির কবিতা’, ‘কাব্যসমগ্র’, ‘আমাকে মনে রেখো’, ‘আমিই গণিতে শূন্য’, ‘এখন দ্বিতীয় শৈশবে’, ‘শিমূলপুরে লেখা কবিতা’, ‘ধূসর জীবনানন্দ’, ‘হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ’, ‘গদ্যরচনাবলী’, ‘একা একা কথা বলি’,‘পৃথিবীর মানচিত্র’, ‘ছোট ছোট গদ্য ও পদ্য’, ‘সমান সীমাহীন সমগ্র’, ‘কবিতা বুঝিনিআমি’, ‘বিনয় মজুমদারের ছোটো গল্প’... । এছাড়া ছড়া ডায়েরি, আর ও কবিতা ও গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা পত্র - পত্রিকায়।
রুশ ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ ‘অতীতের পৃথিবী’, ‘মানুষ কী করে গুণতে শিখল’, ‘সেকালের বুখারায়’, ‘বায়ুমণ্ডল’, ‘সূর্যগ্রহণ’।
ইংরেজি ভাষা থেকে অনুদিত গ্রন্থ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব।
অপ্রকাশিত গণিত গ্রনথ ‘জিওমেট্রিকাল অ্যানালিসিস এ্যাণ্ড ইউনিটাল অ্যানালিসিল’, ‘ইন্টারপোলেশন সিরিজ’, ‘রুট্‌স্ অফ্ ক্যালকুলাস (দ্য ওনলি এক্‌সপোজিশ্‌ন্ অফ্ দ্য সাব্‌জেক্‌ট ম্যাটার)’। তিনটি বইয়ের টাইপ করা কপি সংরক্ষিত আছে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে।
বিদেশী ভাষায় কবির কবিতা যেসব গ্রন্থে অনুদিত হয়েছে ‘নিউ রাইটিংস্ ইন্ ইণ্ডিয়া’, ‘গ্যানজেস ডেল্ট া’, ‘পোয়েট্রি ফ্রম বেঙ্গল’ ইত্যাদি।
সম্মানপ্রাপ্তি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পুরস্কার, কবিতীর্থ পুরস্কার, সারা বাংলা কবিতা উৎসব পুরুস্কার (২০০০), ‘ভারত ভাষাভূষণ’, রবীন্দ্র পুরস্কার (২০০৫), সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (২০০৬)।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠক্রমে বিশেষ পত্রে তাঁর কবিতা পড়ানো হয়।
মৃত্যু ১১ ডিসেম্বর, ২০০৬, শিমূলপুর, নিজ বাসভবন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
১। কবি বিনয় মজুমদার -এর সংক্ষিপ্ত জীবন - পঞ্জী, শ্রদ্ধার্ঘ, কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতিরক্ষা প্রস্তুতি কমিটি।
২। আজকাল, ডিসেম্বর ১০, ২০০৬।
৩। কাব্যসমগ্র-১ বিনয় মজুমদার, সম্পাদনা তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস।